☞ হাফস কুরআনের নির্ভরযোগ্যতা!!!??

মুসলিমরা প্রায়ই বাইবেলের পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রশ্ন তোলে! কিন্তু তারা নিজেরাই এই বিষয়টি এড়িয়ে যায় যে, বর্তমান পৃথিবীতে কুরআনের সম্পূর্ণ মূল উসমানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। পূর্ণাঙ্গ যেসব পাণ্ডুলিপি আছে, তার সবই কার্বন ডেটিং এর হিসাব অনুযায়ী উসমানের আরও পরবর্তীকালের।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন মুসলিমরা তাদের আসল উসমানি পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণটা দেখাতে পারে না, তখন বলা শুরু করে যে, কুরআন আসলে ক্বিরাতের দ্বারা হিফজ এর মাধ্যমে (মুখস্থ আকারে) বহু হাফেজের হৃদয়ে সংরক্ষিত আছে - যার একটা শব্দও আজ পর্যন্ত নাকি কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি।

সেক্ষেত্রে এখানে একটি প্রশ্ন চলে আসে যে, বর্তমানে যারা কুরআন মুখস্থ করে, সেই সব হাফেজ কোথা থেকে কুরআন পড়ে মুখস্থ করে? এর উত্তর হল - অধিকাংশ হাফেজ কুরআন মুখস্থ করে হাফস কুরআন এর মুসহাফ থেকে। হাফস কুরআন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত মুসলিম সমাজে। এখন হাফস কুরআন কী?

হাফস হল একজন মুসলিম যার আসল নাম আবু আমর হাফস ইবনে সুলাইমান, যার মৌখিক আবৃত্তির কুরআন মুসলিম সমাজে সর্বাধিক প্রচলিত।

উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী,

"আবু আমর হাফস ইবনে সুলাইমান ইবনে আল-মুগিরাহ ইবনে আবী দাউদ আল আসাদী আল-কুফী (আরবী: أبو عمرو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي), হাফস হিসাবে বেশি পরিচিত (৭০৬–৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ; ৯০-১৮০ হিঃ অনুসারে) ইসলামিক ক্যালেন্ডার), কুরআন পাঠ এবং বিভিন্ন ধরণের আবৃত্তি (ক্বিরাআত) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। কুরআন তেলাওয়াতের সাতটি প্রথাগত পদ্ধতির অন্যতম প্রাথমিক প্রেরণকর্তা হিসাবে একজন, তাঁর শিক্ষক আসিম ইবনে আবি আল নাজুদের মাধ্যমে তাঁর পদ্ধতিটি মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলে সর্বাধিক জনপ্রিয় পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।" *main source :* [*https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hafs*](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hafs)

এখন, আপনি কি জানেন যে, হাফস নামক ব্যক্তিটি নিজেই নির্ভরযোগ্য ছিল না! তাকে মিথ্যাবাদী অপবাদও দেওয়া হয়েছে! আসুন আমরা এর কিছু রেফারেন্স দেখে নিই!

البخاري – التاريخ الكبير – الجزء : (2) – رقم الصفحة : (363)

2767 – حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر القارئ : عن علقمة بن مرثد وعاصم ، تركوه ، وهو حفص بن أبي داود الكوفي.

"হাফস ইবনে সুলায়মান আল-আসাদী আবু ওমর আল-ক্বারী (বলেছেন): আলকামা ইবনে মুরতাদ ও আসিম, তারা তাকে (পরিত্যক্ত) রেখে গেলেন, যিনি হাফস আবী দাউদ আল কুফী।" (আল বুখারী, তারিখ-আল-খবির, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৬৩)

البخاري – التاريخ الصغير – الجزء : (2) – رقم الصفحة : (233)

– حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي كوفى : وهو حفص بن أبى داود أراه هو القارئ ، عن عاصم وعلقمة بن مرثد سكتوا عنه يروى ، عن حفص بن عمر بن أبى العطاف المدني منكر الحديث.

"হাফস ইবনে সুলাইমান আল-আসাদী আবু ওমর কুফার কাছ থেকে (বলেছেন): আমি হাফস ইবনে আবী দাউদকে ক্বারী (কুরআন পাঠক বা বর্ণনাকারী) হিসেবে দেখি, আসিম এবং আলকামা ইবনে মুরতাদ তার সম্পর্কে নীরব থাকতেন।

হাফস ইবনে ওমর ইবনে আবি আল-আততাফ বলেছেন যে, তিনি মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

(আল বুখারী, তারিখ-আল-সাগীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩৩)

সুতরাং, হাফস এর ওপর মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করার অভিযোগ রয়েছে!

আর যে ব্যক্তি মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করে, সে মুহাম্মাদের ওপর মিথ্যা আরোপ করে। আর যে মুহাম্মাদের ওপর মিথ্যা আরোপ করে, মুহাম্মাদের বক্তব্য অনুযায়ী, তার স্থান হল জাহান্নাম! নিম্নের হাদিসটি তার প্রমাণ:

باب فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، - قَالَ مُسَدَّدٌ أَبُو بِشْرٍ - عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجْهٌ وَمَنْزِلَةٌ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ " مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমর ইবন আওন (রহঃ) ..... আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন জিনিস আপনাকে বাধা দেয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীছ বর্ণনা করতে, যেমন তাঁর পক্ষ হতে আপনার অন্য সাথীরা হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আমার বিশেষ ধরনের সম্পর্ক ছিল।

কিন্তু একদা আমি তাঁকে এরূপ বলতে শুনিঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

(একারণেই সতর্কতা হেতু আমি কম হাদীছ বর্ণনা করি।)"

[সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), হাদিস নম্বরঃ ৩৬০৯; হাদিসের মান -সহিহ]

source - http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=35716

তাহলে মুসলিমগণ! আপনারা এমন একজন ব্যক্তি "হাফস" এর ওপর নাজাতের আস্থা রেখেছেন, যে কিনা মুহাম্মাদের বক্তব্য অনুযায়ী জাহান্নামী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন!

হাফস ইবনে সুলাইমান যে নির্ভরযোগ্য নয় এবং মিথ্যাবাদী, তার আরও কিছু রেফারেন্স মুসলিমদের ওয়েবসাইট থেকে এবার পেশ করা হল:

মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত) ২১৪১, তিরমিযী ২৯০৫, ইবনু মাজাহ ২১৬, আহমাদ ১২৬৮, শু'আবূল ঈমান ১৭৯৬, য'ঈফ আৎ তারগীব ৮৬৮, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৬১ এর হাদিস এর ক্ষেত্রে রাবীর বর্ণনায় বলা হয়েছে,

"...ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। এর একজন বর্ণনাকারী হাফস ইবনু সুলায়মান হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ...এর সানাদে হাফস্ ইবনু সুলায়মান একজন দুর্বল রাবী এবং কাসীর ইবনু যাযান একজন মাজহূল রাবী।"

source: http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56701

গ্রন্থঃ সুনানে ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ ভূমিকা পর্ব, হাদিস নম্বরঃ ২১৬ এর তাহক্বীক বর্ণনায় আবু উমার আল-বাজ্জাজ, যিনি হলেন আসলে হাফস ইবনে সুলাইমান, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"...উক্ত হাদিসের রাবী ১. আবু উমার সম্পর্কে ওয়াকী ইবনুল জাররাহ সিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তার হাদিস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন তিনি মিথ্যুক।

আলী ইবনুল মাদীনী তিনি হাদিস বর্ণনায় দুর্বল।

ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন..."

source: http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=9926

তাহলে হাফস এর ওপর মিথ্যাবাদী হওয়ার অভিযোগ আমরা মুসলিমদের ওয়েবসাইট থেকে প্রমাণ করলাম; আর মুহাম্মাদের বক্তব্য অনুযায়ী,

"...যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বলে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়..."

[সূনান আবু দাউদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), হাদিস নম্বরঃ ৩৬০৯; হাদিসের মান -সহিহ]

source - http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=35716

চলুন হাফস সম্পর্কে আরও একটি রেফারেন্স আমরা দেখে নিই!

البخاري – الضعفاء الصغير – رقم الصفحة : (35)

(73) حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر : عن علقمة بن مرقد تركوه ، وقال أحمد بن حنبل : قال يحيى أخبرني شعبة قال : أخذ مني حفص بن سليمان كتاباً فلم يرده قال : وكان يأخذ كتب الناس فينسخها.

"হাফস ইবনে সুলায়মান আল-আসদী আবু ওমর (বলেছেন): আলকামা ইবনে মারকাদের আদেশে তারা তাকে ছেড়ে চলে যায় এবং আহমদ বিন হাম্বল বলেন যে, ইয়াহইয়া আমাকে বলেন, শুবা বলেছিলেন:

হাফস ইবনে সুলায়মান আমার কাছ থেকে একটি বই নিয়েছিলেন এবং কখনও তা ফিরিয়ে দেননি। তিনি (আরও) বলেছেন, তিনি (হাফস) লোকদের বই নিয়ে নকল করতেন।" (আল বুখারী, আল-দফা-আল-সাগীর, পৃষ্ঠা ৩৫)

অর্থাৎ হাফস বই নিয়ে আর ফেরত দেয় নি! যে ব্যক্তি বই নিয়ে আর ফেরত দেয় না, সে একজন চোর সদৃশ!

তাহলে এমন একজন ব্যক্তির ওপর কীভাবে কুরআনের সংরক্ষণ যুক্তিযুক্ত হিসেবে সাব্যস্ত হয়?

☞ অতএব, মুসলিমগণ যে ক্বিরাতের মাধ্যমে হিফজ আকারে কুরআন সংরক্ষিত হওয়ার দাবি করে, তা কখনই যথার্থ দাবি নয়। সর্বাধিক পঠিত হাফস কুরআনই যখন সন্দেহযুক্ত, তখন অন্য মুসহাফের কুরআনকেও আমরা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে ধরতে পারি না। কারণ সর্বাধিক প্রচলিত ক্বিরআতই অনির্ভরযোগ্য, সেখানে একজন অমুসলিমের নিকট নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মুসলিমরা হল মিথ্যাবাদী এবং তাই তাদের অন্য ক্বিরআতের ওপর দাবিও গ্রহণ করা অযৌক্তিক!

যাদের কালেমাতেই রয়েছে "আশহাদু" মানে "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি", অথচ তারা সাক্ষী নয়, তারা বিশ্বাসী, কারণ তারা আল্লাহকে, মুহাম্মাদকে দেখেই নি; এমনতর মিথ্যা কালেমাযুক্ত জাতির ভিত্তি যে মিথ্যাতে পরিপূর্ণ থাকবে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

মুসলিমদের কাছে তাই আবারও দাবি যে, পারলে পূর্ণাঙ্গ উসমানি পাণ্ডুলিপি কোথায় আছে দেখান। এক পাতা, দুই পাতা, কয়েকটা অধ্যায় - এসব দেখালে চলবে না। কারণ মুসলিমদের দাবি অনুযায়ী, আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন! তাই এটা কেবল মামুলি কোনো মানব সৃষ্ট গ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য হবে না!

আবারও মনে করিয়ে দিই যে, কার্বন ডেটিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী, আমরা একত্রে ১১৪টি সূরার পূর্ণাঙ্গ কোনো উসমানি পাণ্ডুলিপি পাই না; যা পাওয়া যায়, তার সবই উসমানের পরবর্তীকালে উদ্ভূত।